जिन्

यश्वा खत्र बानक खनीज।

कि त्र विषेष मित्र विश्व व्यक्त विश्व

মূল্য ছয় আনা

শ্রীকাশক শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩নং পটলডাঙ্গা ষ্রীট্, কলিকাতা।



CALCUTTA:

PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,

"SIDDHESWAR MACHINE PRESS,"

13, Shibnarayan Das's Lane.

1915.

१८३ नानकी

সন্থৎ ১৫২৬, ইং ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে রাসপূর্ণিমার দিন শাবপ্রদেশের অন্তর্গত লাহোর জেলায় তালবণ্ডী গ্রামে মহাত্মা নানক জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামের নাম নানকানা; বিহা লাহোর হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। নানকানা নানকপন্থীগণের এক প্রধান তীর্থ।

নানকের পিতার নাম কালু ও মাতার নাম ত্রিপতা। কালু, ক্ষেত্রীজাতীয় বেদীবংশোদ্ভব ছিলেন, এবং গ্রাম্য মুসলমান-জমিদারের অধীনে পাটওয়ারীর কার্য্য করিতেন।

কালুর কুলগুরোহিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত হরিদয়াল,
নব-জাত শিশুর নাম "নানক-নিরন্ধারী" রাখিলে, নানকের পিতা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, "পণ্ডিতজি, আপনি বালকের যে-নাম রাখিলেন, ইহা ত
হিন্দু কি মুসলমান কাহারও শাস্ত্রেই দেখিতে পাই না এ কী
প্রকার নাম হইল ?" পণ্ডিতজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই বালক
হইতে তোমার কুল পবিত্র হইবে; এবং ইহাদ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের
মধ্যে ধন্মের এক আশ্চর্যা ঐক্য-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ক্ষণজন্মা
বালককে তুমি সামান্ত মনে করিও না।" বলা বাহুল্য, হরিদয়ালের
প্রেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল।

আচার্য্য শঙ্কর, শুরু নানক ও মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণটেতন্ত, এই তিন

মহাশক্তি পরম্পর প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন, বলা যাইতে পারে।
শঙ্করাচার্য্যের বিংশ বৎসর পরে গুরু নানক, এবং গুরু নানকের
যোড়শবৎসর পরে লীলাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
তথন সমগ্র ভারতাকাশ ধর্ম্মের এক উজ্জ্বল ও নির্ম্মল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত
হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ভবিষ্য-যুগের ধর্মা, প্রধানত এই তিন
মহাপুরুষ কর্তৃকই নিয়ন্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত সাধুসমাজের
"কুম্ভ-মেলা" নামক যে-এক বিচিত্র ও অতি পুরাতন সন্মিলন আছে,
উহাতে এই তিন মহাপুরুষ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট সয়্মাসী, উদাসী
ও বৈষ্ণব নামক তিন সম্প্রদায়ই প্রধান বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে;
অক্তান্ত সম্প্রদায় ইহাদেরই আশ্রয়ে থাকিয়া শাথাপ্রশাথারূপে বর্দ্ধিত
হইতেছে।

নানক, পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন; ইতিপূর্ব্বে ত্রিপতা এক কন্তা প্রসব করিয়াছিলেন, নানক তাঁহার শেব সন্তান। মাতৃ-গর্ত্ত হইতেই যেন তীব্র বৈরাগ্য লইয়া, গুরুনানক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অন্তান্ত বালকের ন্তায় তাঁহার চঞ্চলতা ছিল না। তিনি শিশুকাল হইতেই যোগীদের ন্তায় আসন করিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। রাস্তায় কোন সাধু-সন্ত্যাসী দেখিলেই গৃহে ডাকিয়া লইয়া আসিতেন, এবং সন্মুখে যাহা পাইতেন, তাহাই দিয়া দিতেন।

নানকের শিক্ষা দেশ, কাল ও অবস্থা অমুযায়ী মন্দ হয় নাই।
তিনি গ্রাম্য-গুরুমহাশয় গোপালের নিকট দেশীয়-ভাষা, বৈছানাথ
নামক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত-ভাষা এবং কুতবৃদ্দিন নামক মোল্লার
নিকট পারশু-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে পাঠশালায়
বিছ্যাভ্যাসের সময়, প্রত্যেক বর্ণমালার আদ্য-অক্ষর লইয়া তিনি যে
স্থান্য বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ

করিলে আশ্চর্যাম্বিত হইতে হয়। অতি অল্পবয়সেই নানক, হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

নবমবর্ষবরদে নানকের উপনয়ন হয়। কথিত আছে, এই বয়সেই মহাত্মা নানক জাতি-বোধক উপবীত-চিহু ধারণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া-ছিলেন। পরে আত্মীয় স্বজনগণের একাস্ত অনুরোধে উপবীতগ্রহণ করেন।

কালুর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; কায়-ক্লেশে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্বাহিত হইত। তাই, নানকের বয়স যথন সবে-মাত্র পঞ্চদশবর্ষ তথনই তাঁহাকে কোনও লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে, বালা-নামক ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়া নিকটবর্ত্তী গঞ্জ হইতে বিংশ মুদ্রার লবণ থরিদ করিবার জন্ম পাঠাইয়াছিলেন। নানকের প্রথম বাবসায় অতি অদ্ভভাবে সম্পাদিত হইল। বালাকে সঙ্গে লইয়া, তরুণ যুবক রাস্তা চলিতে চলিতে পথিমধ্যে একদল সাধুর জমায়েৎ দেখিতে পাইলেন। সাধুদিগের দর্শন পাইয়া, নানক মুহূর্ত্ত-মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন, এবং ঐ বিংশ মুদ্রাদ্বারা প্রচুর আহার্যা খরিদ করিয়া, সাধুদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। সঙ্গীয় ভূত্য বালা, নানকের এই প্রকার আচরণের প্রতিবাদ করিলে, মহাপুরুষ- হাস্থা করিয়া বলিলেন, "দেখ বালা, লোকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। আমরা এই অর্থদারা অদ্য যে অপূর্ব সওদা করিলান, এমন অত্যধিক লাভজনক ব্যবসায় আর কি হইতে পারে? মানবজাতির দঙ্গে বাণিজা করা অপেক্ষা, পরমাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে বাণিজ্য কি অধিক লাভ-জনক নহে ?" বালা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই প্রকার নৃতন ব্যাথ্য শ্রবণ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পর-জীবনে এই বালা, এবং মৰ্দানানামক অন্ত এক ডোম-জাতীয় সঙ্গীতজ্ঞ পুরুষই, গুরুজীর তুই প্রধান ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

একদা তিনি এক নদীতে স্নান করিতে গমন করিয়া, স্নানের নিমিন্ত অবগাহন করা মাত্র অদৃশু হইয়া যান। যে-ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে ছিল, ঐ ভৃত্য আসিয়া সকলের নিকট নানকের জলময় হইবার সংবাদ দেয়। তদমুদারে তম তম করিয়া অমুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার মৃত্যু নির্দ্ধারণ করেন। ইহার তিন দিন পরে তিনি একদিবস হঠাৎ স্বগৃহে প্রস্তাবর্ত্তন করেন; তাঁহাকে ঠ্মস্থারীরে ফিরিতে দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্যাম্বিত হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বিষ্ণুদ্তেরা আসিয়া তাঁহাকে বৈকুঠে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার দীক্ষা হয়, এবং পৃথিবীতে পরমাত্মা প্রীগুরু-মহিমা প্রচার করিবার জন্ম আদিষ্ট হন। এই ঘটনার পরে সমস্ত বিষয়াদি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া, গুরু-নানক ধর্ম-প্রচারের জন্ম বহির্গত হন।

তিনি প্রথমেই প্রচার করেন যে, "হিন্দু কি মুসলমান বলিয়া কেহ নাই।" এই উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, সকলে ক্ষুর হয়, এবং তাৎকালিক নবাব দৌলত থাঁ, তাঁহাকে এই বাক্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম ডাকিয়া পাঠান। যথন নানক, নবাব-সমীপে উপস্থিত হইলেন, তথন মধ্যাত্ম-নেমাজ পাঠের সময়; কাজী সাহেব নবাব-ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নেমাজ পাঠ করিতেছিলেন। নানক, কাজী সাহেবের দিকে চাহিয়া মৃদ্ মৃদ্ হাস্থ করিতে লাগিলেন। কাজী সাহেবকে এই প্রকার অপমান করায়, নবাব ক্ষুর্ব্ব হইয়া নানকের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নানক উত্তর দিলেন যে, কাজী সাহেবের নেমাজ কথনও স্বর্গে পৌছিবে না; কারণ, যথন তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তথন তাঁহার মন পরমাত্মার দিকে ছিল না; পরন্ত প্রাঙ্গণস্থিত কৃপ-সমীপবর্ত্তী এক সদ্য-জাত মেষ-শাবকের

প্রতি তাহার মন আরুষ্ট ছিল। ইহা শ্রবণ করিয়া কাজী সাহেব নানকের পদতলে পতিত হন, এবং সাশ্র-নয়নে নানকের বাক্য যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। যাঁহারা শিথ-ধর্মের নিগৃঢ়-তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত নহেন, তাঁহারা সকলেই নানককে ব্রহ্মবাদী বলিয়া থাকেন। বস্তুত গুরুবাদী ও ব্রহ্মবাদীর মধ্যে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। কিন্তু অন্তত বাঙ্গালাদেশে আমরা চলিত-কথায় যাহাকে ব্রহ্মবাদ বলিয়া বুঝি, অর্থাৎ মহাত্মা রাজা রামমোহন কর্ভূক প্রবর্ত্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কর্তৃক সংস্কৃত যে ব্রহ্মবাদ প্রচলিত আছে, নানকজী দে প্রকার ব্রহ্মবাদী ছিলেন না। নানক, একমাত্র গুরু ব্যতীত অগ্ন কোন দিতীয় ঈশবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। এই সদ্গুরুকেই তিনি কথনও পরমাত্মা, কথনও গোবিন্দ, কখনও স্বয়ম্ভু, কখনও বা শ্রীরাম, হরি, পার্ব্বতী, ব্রহ্মা, গোরক্ষ-নাথ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, কোনও ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যেমন দর্কাণ্ডো উহার বর্ণমালা অভ্যাস করিতে হয়, বর্ণমালা-জ্ঞান না জন্মিলে কোন ভাষায়ই প্রবেশাধিকার জন্মে না, সেই প্রকার সদ্গুরুর আশ্রয় না পাইলে, কোন মনুষোরই ধর্ম-জগতে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে না। বর্ণমালা অভ্যাদ হইলে, পরে যতই উৎকৃষ্ট তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া গভীর জ্ঞান অর্জন কর না কেন, ঐ সমস্ত গ্রন্থের মহা-বাক্যগুলি বর্ণমালারই পরস্পর সমাবেশমাত্র; বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া কোন গ্রন্থই পাঠ করিবার উপায় নাই। সেই প্রকার ধর্ম-জগতেও সাধনবলে যতই গভীর তত্ত্ব-রাজি ও মহা-সত্য সকল প্রাণে উপলব্ধি কর না কেন, উহা সমস্তই সদ্গুরুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইবে। সদ্গুরুর - স্বরূপ-বিকাশের মধ্য দিয়াই পরমাত্মার প্রকাশ। ইহা ব্যতীত অন্ত কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই। তুমি তোমার উপাশুকে হরি বল, হর বল, পার্বতি বল, গণেশ বল, স্থ্য বল, ব্রহ্ম বল, আলা বল, যাহাই বল না কেন, তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। নিরাকার বল,—সাকার অস্বীকার কর, কোন আপত্তি নাই; আবার সাকার বল,—নিরাকার অস্বীকার কর, তাহাতেও কোন আপত্তির কারণ নাই। কেননা, তুমি যদি সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়া থাক, তবে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী সাধন করিতে করিতে সমস্ত সত্য-তত্ত্বই তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। পূর্বে ভগবৎ-তত্ত, পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়ার-স্থায় অবগত হইয়া, তৎপরে তাঁহার উপাদনা নয়, পরস্তু উপাসনা-বলেই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। স্থতরাং তোমার কোন প্রকার সাকার-নিরাকার লইয়া তর্কের আবশুক নাই। তুমি হিন্দু হও, হিন্দুর সদাচার অবলম্বন কর; মুসলমান হও, মুস্লমানের আচার লইয়া থাক; পৃষ্টান হও, খৃষ্টানের জীবনযাপন কর; কেবল মাত্র সদ্গুরুর আশ্রয় লও, এবং তাঁহার আদেশ অবিচারে মানিয়া যাও; তবেই যথার্থ সত্য-ধর্ম লাভ হইবে। ইহাই গুরু নানকের ধর্মের মূল-তত্ত্ব। এই প্রকার একান্ত নৈষ্ঠিক-ধর্ম্ম যিনি প্রচার করেন, তাঁহার কোন প্রকার ভেদ-বুদ্ধি থাকিতে পারে না ; তিনি বিধি-নিষেধের অতীত। স্থতরাং বলা বাহুলা, अक नानरकत विन्तूगांव कांचि-वृक्ति छिल नां। हिन्तू ७ गूमलगांन, मरल দলে তাঁহার শিঘ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কেননা, তিনি হিন্দুকে বলিতেন না, তুমি জাতিভেদ ছাড়; কিম্বা মুসলমানকে বলিতেন না, তুমি জাতিভেদ মান। বস্তুত ধর্ম-জীবন পূর্বের, মতের বিশুদ্ধতা তাহার পরে। কতক-खिन गठ गिनेया नहेया, পরে সাধন-ভজন করিতে হইবে, তাহা নহে;

পরস্তু সন্গুরু-বাণী অনুসারে ধর্মবাজন করিতে করিতে যাহার পক্ষে যে প্রকার প্রয়োজন, তাহার নিকট সেই প্রকার পন্থাই প্রকাশিত হইবে। সমস্ত মানবসমাজ ধর্মের একই- সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া নাই; স্থতরাং একজনের পক্ষে যাহা বিধি, অন্তের পক্ষে তাহা নিষেধ হওয়া কিছুই আশ্চর্যা নহে। এই প্রকার উদার ও সার্বজনীন মত মহাম্মা নানক ব্যতীত আর কেহ ইতিপূর্ব্বে প্রচার করিয়াছেন বিদ্য়া আমরা অবগত নহি। তাই তিনি হিন্দুর দেবার্চনা ও মুসলমানের নেমাজ উভয় বাাপারেই পূর্ণপ্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নানকের বছ বৎসর পরে, বাঙ্গালা দেশে এক মহাপুরুষ এই প্রকার সার্বজনীন উদার-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; হিন্দু, মুসলমান, থৃষ্ঠান, ব্রাহ্ম সর্ব্ব-বর্ণের লোক তাঁহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা বলা আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্ত নহে।

নানকের বৈরাগ্য দেখিয়া, কালু ও অস্তান্ত আত্মীয়স্থজন মনে করিলেন, বোধ হয় বিবাহ দিলে নানকের মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া, যথন নানকের বয়দ বিংশবর্ষ, সেই সময়ে পক্ষকারান্ধব গ্রামবাদী মূলা-নামক ক্ষত্রিয়ের কন্তা চৌনীর দঙ্গে তাঁহারা নানকের বিবাহ দিলেন। কিন্তু বাঁহার চিত্ত একবার গুরু-মূথী হইয়াছে, সংসারের এমন কি শক্তি আছে, যাহাতে তাহাকে পুনরায় ঘর-মূথী করিতে পারে ? এই সময়ে নানকের ভগবৎ-প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। সে নবান্ধরাগে যুবতী পত্নী ও সাধের মুদি-খানা কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি একান্ত চেষ্টা করিয়াও সংসার-ধর্মে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি সংসারে থাকিয়াও উদাসীর স্তায় জীবন-বাপন করিতেন, এবং দিবসের অধিকাংশ সময়ই বালা ও মর্দানার সহিত নির্জনে ভগবৎ-প্রসঙ্গে কাল কাটাইতেন।

নানক, বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া নিজ ধর্মা প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ধ-দিকে নেপাল, দক্ষিণদিকে বোশ্বাই, উত্তরদিকে স্থমেরু পর্বত ও পশ্চিম-দিকে মকা পর্যাস্ত তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-বুত্তাস্ত বহু বহু আশ্র্যা ও অলোকিক ঘটনায় পূর্ণ। আমরা সে সমস্ত পুঙ্খামু-পুষ্মরূপে উল্লেখ করিয়া, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। কথিত আছে, স্থমেরুপর্বতে দেবাদিদেব মহাদেব ও মহা মহা যোগিগণের সহিত তাঁহার দাক্ষাৎ হইয়াছিল। মকায় যথন উপস্থিত হন, তথন তিনি অত্যস্ত পরিপ্রান্ত হইয়া, অন্তমনস্কতাবশত মহম্মদের গোরস্থান কাবার দিকে পদ-বিস্থৃত করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ভগবানের গৃহের প্রতি এই প্রকার অসম্বাননা দেথিয়া, কাজী রুকুদ্দিন তাঁহাকে ভৎসনা করেন। নানক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কাজী সাহেব, সমস্ত গৃহই যে ভগবানের গৃহ! আমার পা এরূপ স্থানে ফিরাও দেখি, যেখানে ভগবানের গৃহ नारे!" कथिত আছে, काজी य-िमटक नानटकत পা ফিরাইতে नानि-লেন, কাবাও সেইদিকে ফিরিতে লাগিল। এই অত্যাশ্চর্যা কাও অবলোকন করিয়া, কাজী তাঁহার পদ-চুম্বন করিয়া শিশ্বত গ্রহণ করেন।

পঞ্চনবারে গুরু নানক গোরখ্-হাতাবি পর্যান্ত প্রচার করিয়া আইসেন।
ইহার পরে আর তিনি প্রচারে বহির্গত হন নাই; শেষ-জীবন স্বদেশেই
যাপন করিয়াছিলেন। গুরু নানক কোনরূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক
উপদেশ দিতেন না; বিশুদ্ধ ধর্মজীবনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।
শিথজাতি গঠন ও শিথরাজ্য সংস্থাপন তাঁহার পরবর্তী গুরুগণের কার্য্য।
নানক নিজকে সামান্ত একজন ফ্কির ব্লিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।
"তুঁহায় নির্দ্ধার কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা," ইহাই তাঁহার নিজ
সম্বন্ধে বাক্য ছিল। নানক অবতার মানিতেন, কিন্তু নিজে কথনও
অবতার সাজিয়া বদেন নাই। তিনি নিজ গৃহে এক প্রকাণ্ড অতিথি-শালা

স্থাপন করিয়াছিলেন; সেথানে অসংখ্য দীন-হঃথী প্রত্যহ **আহা**র পাইত।

সম্বৎ ১৫৯৫, ইং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে গুরু নানক দেহত্যাগ করেন। দেহরক্ষার পূর্বের রাভীনদীতীরে উপস্থিত হইয়া, এক শুষ্ বৃক্ষতলে উপবেশন করেন; তাঁহার স্পর্শে শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, এবং সেথানে অসংখ্য লোক তাঁহার মহা-প্রস্থান দর্শন করিবার জন্ম সমবেত হয়। তিনি দেহরক্ষা করিবেন বলিয়া, সেই রুক্ষ-নিম্নে সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করেন। তথন তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য-গণের মধ্যে মহা কলহ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা বলেন, নানকের মৃত্যুর পরে তাঁহারা তাঁহার দেহ দাহ করিবেন; মুসলমানগণ বলেন, তাঁহারা গোর দিবেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কোন প্রকার সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে গুরু নানকের কোনও উপদেশ ছিল না। তিনি বিবাদ শুনিয়া ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা উভয় দলে আনার উভয় দিকে কতকগুলি পুষ্প স্থাপন কর। প্রাতে আসিয়া যদি হিন্দুগণ দেখেন যে তাঁহাদের পুষ্পগুলি শুষ্ক হয় নাই, তবে তাঁহারা দাহ করিবেন; আর মুদলমানগণ যদি দেখেন যে তাঁহাদের পুষ্পগুলি শুষ্ক হয় নাই, তবে তাঁহারা গোর-দিবেন।" তদমুসারে উভয়দল গুরুজীর উভয় প্রার্থে পুষ্প-স্থাপন করিয়া, নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতে আসিয়া সকলে দেখিলেন, পুষ্পগুলি পড়িয়া রহিয়াছে, একটাও শুষ্ক হয় নাই, কিন্তু গুরুজী কোথায় অন্তর্হিত হইরাছেন। তাঁহার শয়ন-স্থানেও অনেক-গুলি সত্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু দেহ নাই। এইরূপে শিথদিগের আদিগুরু মহাত্মা নানকজী পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন।

নানকের তুই পুত্র ও এক কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি দেহরক্ষার পূর্বেষ ধর্মের গদি বা শিথদিগের গুরুত্ব তাঁহার কোন পুত্রের

হস্তে দিয়া যান নাই; পরন্ত তাঁহার প্রিয়-শিশ্য মহাত্মা অঙ্গদকে দ্বিতীয় গুরু নির্দেশ করিয়া যান। ইহাতে তাঁহার পুত্রগণ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া-ছিলেন। নানক ইহা বুঝিতে পারিয়া, আশ্চর্যা উপায়ে তাঁহার পুত্রগণকে এ বিষয়ে এক শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার পুত্রন্বয়, শিষ্য অঙ্গদ ও অন্তান্ত ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে রাভী-নদীতীরে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। নদীতীরে একস্থানে একটী মৃতদেহ পতিত দেখিয়া, নানক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, এই মৃতদেহটী ভক্ষণ কর।" পুত্র অবাক্ হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহাকে নির্বাক্ দেখিয়া, নানক পুনঃ পুনঃ ঐ মৃতদেহ ভক্ষণ করিবার জন্ম পুত্রকে আদেশ করিতে লাগিলেন। তথন পুত্র বলিলেন, "পিতঃ, আপনার কি মস্তিম্ব বিক্বত হইয়া উঠিল ?—নতুবা কি প্রকারে আমাকে একটা পচা তুর্গন্ধময় মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে বলিতেছেন ?" পিতা ঈযৎ হাসিয়া তাঁহার দিতীয় পুত্রকে ঐ প্রকার আদেশ করিলেন। তিনিও পিতাকে উন্মাদ স্থির করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তখন মহাপুরুষ, শিষ্য অঙ্গদকে বলিলেন, "অঙ্গদ, এই মৃতদেহ ভক্ষণ কর।" গুরুগতপ্রাণ ভক্ত-শিরে।-মণি অঙ্গদ, যোড়হস্তে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "প্রভো, কোন্ দিক হইতে আরম্ভ করিব, পায়ের দিক হইতে কি মাথার দিক হইতে ?" ভক্তের পরীক্ষা তথনও শেষ হয় নাই। গুরুজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মাথার দিক হইতে আরম্ভ কর।" অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ ঐ মৃতদেহের নিকটবর্ত্তী হইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত উহা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তথন সবিশ্বয়ে সকলে দেখিলেন, যাহাকে তাহারা মৃতদেহ অনুমান করিয়াছিলেন, উহা মৃতদেহ নহে, এক রাশি হালুয়া মৃতদেহ আকারে পতিত রহিয়াছে।

মহাত্মা গুরু নানক অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সনাতন গু স্থবিমল গুরু-মুখী ধর্ম এখনও বর্তমান রহিয়াছে। শিখদিগের আদিগ্রন্থ "গুরুগ্রন্থ সাহেবজী" বর্ত্তমান থাকিয়া, এখনও সংগুরু ও নাম-মাহাত্ম-প্রচার করিতেছে। জপজী এই আদি-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। আজ আমরা বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এই অমূল্য রত্ন উপহার দিলাম। শ্রীগুরু-রূপা হইলে ক্রমে ক্রমে অস্থান্য গ্রন্থও এইরূপ সম্বাদ করিবার বাসনা রহিল।

বারাণসী। ন্মাঘ, ১৩২১।

বিনীত অনুবাদক

মহাত্মা শ্রীশ্রীমৎ বিজয়ক্তঞ্চ গোস্বামীজী বিরচিত সঙ্গীতাবলী

ब्ह्या क्रम्

নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য হই আনা।

থাস্কার প্রণীত সালের খাতা (১ম শতক)

মূল্য আট আন।।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

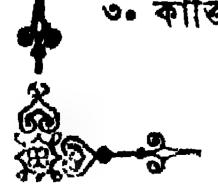
উৎमर्গ-পতा।

আজি "গুরু-গ্রন্থজীর" আলোচনা-ক্ষণে,
তোমার মোহন-মূর্ত্তি জাগিতেছে মনে;
মনে পড়ে প্রেম-মুথে মৃত্ত্ মধু ভাষ,
মনে পড়ে শাস্তোজ্জল কিরণ বিকাশ;
মনে পড়ে স্থা-কণ্ঠে বৈকুপ্তের স্থর,
"গ্রন্থ-সাহেবের"-পাঠ ললিত মধুর;
মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে কি দিবা চাহিয়া,
তপ্ত এ জীবনে শান্তি দিয়েছ ঢালিয়া।
অন্তরের যত তাপ, ছুঁরে শ্রীচরণ,
আশীর্কাদ-রূপে মোরে ক'রেছে বরণ।
কেমন মোহন-বেশে স্থীরে আদিয়া,
সকল বন্ধন মোর দিলে ঘুচাইয়া।
"জপজী" তোমারি বাণী, তব সমাচার,
তোমারেই পুনঃ আজ দিয়ু উপহার।

वात्रां भी।

৩. কার্ত্তিক, ১৩১১।

দীন সন্তান কিরণ।





ज श्र

আদি শ্লোক।

এক ওঁ সৎনাম করতা পুরষু, নিরভা নির বৈরু।

অকাল-মুরতি অজুনী-সৈভং গুরু প্রসাদ, জপ॥

আদি সচ্চ, যুগাদি সচ্চ।

হৈভী সচ্চ, নানক, হোসীভী সচ্চ্॥

জপ মন, সৎ-গুরু নাম।

'স্টি-স্থিতি-লয়-কারী, এক সত্য-নাম-ধারী,
জগতের সর্ব্য-কার্য্য-কারণ-নিদান।

নির্ভয় বিনাশ-হীন, লুপ্ত বিরোধের চিন,
অযোনি-সম্ভব দেব পুরুষপ্রধান;
বর্ত্তমানে ভাবি-যুগে, আদি অন্ত মধ্যভাগে,
সত্যরূপে বিরাজিত সত্য ভগবান্;
নানক, জপ রে সদা সত্যময় নাম।

>

সোচৈ সোচি ন হোবই, জে সোচী লখবার;
চুপৈ চুপ্ ন হোবই, জে লায়িরহা লিবতার।
ভূঁখিয়া ভূখ ন উতরী, জে বন্না পুরীয়া ভার॥
সহস সিয়াণপা লখ হোই ত ইক ন চল্লৈ নাল;
কিব সচিয়ারা হোয়ই, কিব কূড়্ড়ৈ তুট্ট পাল।
তুকমিরজাই চলনা নানক, লিখিয়া নাল॥

আরে মন, কি কর বিচার। তিনি যে অসীম সিন্ধু, তুমি ক্ষুদ্র এক বিন্ধু, বিচারে পাবে না মন, ঠিকানা তাঁহার: জন্ম জন্ম ভাব যদি শত-লক্ষবার। করি বাক্য সমাহিত, বুথা ধর মৌন-ব্রত, তপস্থায় নাহি মিলে তাঁর সমাচার: ভূমা পরমাত্মা গুরু অগমা অপার। নগরের ঘরে ঘরে, কত খান্ত থারে থরে. ক্ষুধার্ত্তের তৃপ্তি কোথা দর্শনে তাহার ? যদি মুষ্টি নাহি মিলে করিতে আহার। সত্যক্রপী-মহোদধি, তুবিতে বাসনা যদি, যদি বিনাশিতে চাও অসত্য-আঁধার ; তাঁর বাণী শুনি মনে, চল নিজ নিকেতনে. नानक, छकूरम हल ना-कत्रि विहात ; অবিচারে থাক প'ড়ে চরণে তাঁহার।

२

তক্মী হোবনি আকার, তক্মুন কহিয়া জাই।
তক্মী হোবনি জীব, তক্মি মিলৈ বিজয়াই॥
তক্মী উত্তম নীচ, তক্মি লিখি তথ স্থ পাইয়হি।
ইক্না তক্মী বখসীস, ইক্ তক্মী সদা ভবাইয়হি॥
তক্মৈ অন্দরি সভ কো, বাহরি তকুম ন কোই।
নানক, তক্মৈ জে বুঝৈত হউমৈ কহৈ ন কোই॥

কে কহিতে পারে বল কি তাঁর আদেশ,
আদেশে এ বস্থন্ধরা ধরে নব-বেশ;
তাঁহার আদেশে জীব স্পষ্ট এ ধরার,
বিদিত উন্নত পুনঃ তাঁহারই ইচ্ছার;
তাঁহার কোশলে যত উচ্চ-নীচ ভেদ,
তাঁর দান স্থতঃখ আনন্দ ও থেদ;
তাঁর পুরস্বারে কেহ লভে চিরশান্তি,
তাঁর তিরস্বারে জীব ভোগে চিন্তা-ক্লান্তি;
দর্মঘটে বিরাজিত অনাহত-ধ্বনি,
কে জানে তাঁহার তন্ত্ব, পরমান্ত্রা তিনি;
যেই ভাগ্যবান্ তাঁর পাইরাছে কণা,
সেওু ত নির্মাক্ স্তন্ধ, বচন সরে না;
জ্ঞান-বৃদ্ধি লুপ্ত তাঁর মহিমা দর্শনে,
নানক, তাঁহার তন্ত্ব কেহ নাহি জানে।

9

গাবৈ কো তান হেবৈ কি সৈ তান गारेव रका जां जारेन निमान ॥ গাবৈ কো গুণ বডিয়াইয়া চার। গাবৈ কো বিভা বিখম্ বিচার॥ গাবৈ কো সাজি করে তমু খেহ্। गादेव दका कीय लहे किति एक ॥ गादेव दका জादेश मिन्देन मृति। गारेव का द्वरिथ शामत्रा श्रृति। कथ्ना कथीन आदि दशि। कथि कथि कथी कांगी कांगि कांगि (मँमा (म टेन्स्म थिक भाष्टि। যুগা-যুগান্তরি খাই খাহি॥ छक्भो छक्भू ठलाएय तार। नानक. विगरेन (व-পরবাহ॥ তাঁহার বন্দনা-গান কে গাহিতে জানে ? অজ্যে অগম্য তত্ত্ব, নহে লভ্য জ্ঞানে। যে করেছে অনুভব তাঁর এক কণা. সেও ত না পারে তাঁরে করিতে বর্ণনা। কেহ বলে গুণময়, কেহ গুণাতীত, বিতা বিচারিয়া কেহ হয় বিমোহিত। বন্দে তাঁরে স্ষ্টিকর্তা দেব পদ্মযোনি. বিশ্ব-সৃষ্টি মূলে তাঁর পদ্ম-হস্ত জানি;

স্বয়স্থ সংহাররূপে গায় তাঁর জয়, তাঁহার কৌশলে এই সৃষ্টি স্থিতি লয়। অনিন্দিত বিশ্বগাথা বন্দে কত যোগী, श्रनः श्रनः जन्म लग्न खनगान लागि : ছজের জানিয়া মনে, রহি দূরে দূরে, জপ-যোগে কত যোগী জপিতেছে তাঁরে; কোন ভাগ্যবান্ তাঁরে ভাবি নিজ-জন, সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ ধাানে করিছে বন্দন। মহিমা-অর্ণব গুরু, কে জানে মহিমা, বর্ণনা করিয়া তাঁর কে পাইবে সীমা! দাতা-শিরোমণি মোর প্রাণের দেবতা, অনস্ত তাঁহার দান, অন্ত পাবে কোথা ? খাও পর তাঁর, সে যে ভাণ্ডার অক্ষয়, যুগে যুগে উপভোগে শেষ নাহি হয়। পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত সৎগুরু মোর, নানক, হুকুমে চল, ছাড় তোড়-জোড়।

8

সাচা সাহেব সাচ নাই ভাখিয়া ভাউ অপার।
আখহি মংগহি দেহি দেহি দাত্ করে দাতার।
ফেরি কি অগৈ রখিয়ৈ, জিত্ দিসৈ দরবার;
মুহোঁ কি বোলন বোলিয়ে, জিত্ স্থানি ধরে পিয়ার।
অমৃত বেলা সচ্ নাঁউ বড্ডিয়াই বিচার॥

সত্যময় মহাশয়, সত্য তাঁর নাম,
অনন্ত ভাবের নিধি সত্য ভগবান্;
দানে কল্পতক গুরু কি কব কোতুক,
যে যা' চায় পায় তাহা না হয় বিমুখ; '
কেমনে অবাধ মন, যাবে দরবারে,
কোন্ উপহার ল'য়ে ভেটিবে তাঁহারে ?
কহিছে নানক, শুন সহজ সন্ধান,
অন্ত মহিমা তাঁর সদা কর গান;
উদয় হইতে অন্ত সে নাম গাইবে,
আবার উদয়-তক্ বিভোর রহিবে।
আপন করম-দোধে জনম তোমার,
অজ্ঞান নাশিয়া হের মোক্ষের ছয়ার;
হইবে তোমার যবে জ্ঞানের উদয়;
তুমিও তোমার সব হবে সত্যময়।

Œ

থাপিয়া ন জাই কিতা ন হোই।
আপে আপি নিরঞ্জন সোই॥
জিনি সেবিয়া তিনি পাইয়া মান।
নানক, গাবিয়ৈ গুণী নিধান॥

গাবিয়ৈ শুনিয়ৈ মনি রাখিয়ৈ ভাউ। তুখ পরহরি স্থুখ ঘরিলৈ জাই।

গুরু মুখি নাদং গুরু মুখি বেদং গুরু মুখি রহিয়া সমাই গুরু ঈশর গুরু গোরখ বর্মা গুরু পার্বতী মাই। জে হুঁ জানা আখা নাহি, কহ না কথন ন জাই।

গুরু ইক দেহি বুঝাই। সভ্না জীয়া কা ইকদাতা, সোমৈ বিসরি ন জাই॥

সদ্গুরু দাতা বটে,
অনস্ত নিথিল বিশ্ব তাঁহার মন্দির;
দেবালয়ে গির্জায়,
সর্বময়,—তব্' নহে কোন স্থানে স্থির।
যক্ত কিয়া যোগাসনে,
মারাতীত নিরঞ্জন,
অতঃ-প্রকাশিত মুক্ত সত্য ভগবান্।
লভিয়া সে দিব্য-জ্ঞান,
তাঁর লাগি অন্তরে যে রচিয়াছে স্থান;
খন্ত সেই মহাজন,
শানক, কররে সদা নামগুণ গান।
গুরুমুথে নাদ-ধ্বনি,
গুরুমুথে বেদ-বাণী,

গুরু জ্ঞানদাতা মন, রাথ পদে রতি;

মজ মন নামগানে,

সকল যাতনা হ'তে পাইবে মুকতি;

পরিপূর্ণ স্থমাঝে করিবে বসতি।

ত্রীপ্তরু পরম-ধাতা,

বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাতা,

ত্রীপ্তরু পার্কতীমাতা দেব-প্রজাপতি;

ত্রীগোরখনাথ সে যে,

যা' বল সকলি সাজে,

বচনে নহে ত ব্যক্ত, অব্যক্ত মূরতি।

শুরু এক নিতা-জ্ঞান,

সকল জীবের প্রাণ অথও বিভৃতি;

ভূল না তাঁহারে, শুন নানক-মিনতি।

4

তীরথি ন'বা, জে তিস ভাবা, বিণ্ ভাণে কি নাহি করি;
জেতী সিরঠি উপাই বেখা, বিণ্ কর্মা কি মিলৈ লই।
মত্ বিচ রতন্ জবাহর মাণিক, যে ইক গুরুকি শিখ স্থানি॥
গুরু ইক দেহি বুঝাই।
সভ্না জীয়া কা ইকদাতা, সোমৈ বিসরি ন জাই॥

মৃঢ় মন, র্থা তব তীর্থাতা শ্রম;
মহাতীর্থ আত্ম-জ্ঞান, সে তীর্থে করিতে স্নান,
স্মরণ-মনন বিনা কে বল সক্ষম ?
বিনা তাঁর অমুভূতি, সে তীর্থ গ্র্মম অতি,
সে ত নহে বাহিরের অনুত ভ্রমণ।

শর্গ মর্ত্ত্য কি পাতালে, যত স্থ জীব চলে,
আপন করম-ফলে সবার জনম;
কর্ম-ফলে তাঁর সনে বিচ্ছেদ-মিলন।
সর্কাঘটে বিরাজিত, জ্ঞান রূপ মরকত,
হৃদয়-মিলর মাঝে রয়েছে গোপন;
শুরু রূপা হবে যবে, সন্ধান মিলিবে তবে,
কোথা তীর্থ কোথা রত্ন চিনিবে তথন।
শুরু এক নিত্য জ্ঞান, অচিস্তা অব্যক্ত নাম,
সকল জীবের প্রাণ সন্ধট-মোচন;
নানক, চিনিয়া লও আপনার জন।

9

জে যুগ চারে আরজাঁ হোর দশুনী হোই।
নবা খণ্ডা বিচ জানিছৈ, নালি চলৈ সভ্ কোই॥
চংগা নাঁট রখায়িকৈ যস্ কারতি জগি লেই।
জে তিস্ নদরী ন আবই তঁ বাত্ন পুচৈছ কেই॥
কীটা অন্দরী কীটকরি, দোসী দোস ধরে;
নানক, নিরগুনী গুণ করে, গুণ বস্তিয়া গুণ দে।
তেহা কোয়িন স্বাই জিতু স্থন গুণ কোই করে॥

J **

অমোঘ সাধন-শক্তি বিভূতি বিপুল

• লভি' কোন ভাগ্যবান্ জন;

অষ্ট-সিদ্ধি বলে যদি পরমায় স্থল

চারিযুগ করে অভিক্রম।

কিমা দশগুণ হয় আরও বর্দ্ধিত. যশ-কীর্ত্তি চরণে লুটায়; নব-থণ্ড বস্থন্ধরা ভরা জীব যত, আদেশে তরাসে সদা চায়। তব্' তার ব্যর্থ সিদ্ধি, বিফল সাধনা, রুথা তার পুঞ্জ যোগ-বল ; यि भार्न প्रांभारा ना इत्र शांवणी. त्म सर्थ साधुती ऋविमल। যে জন কীটের মত অতি অবজ্ঞেয়, হীন হ'য়ে জীবন গোঁয়ায়: সে ভাবে তাহার মত সকলেই হেয়. মহতের মহত্ত কোথায় ! অতুল বৈভব মিছা যে না বুঝে হায়, य ना हित्न मालिक य जन ; তুচ্ছ তার যড়েশ্বর্যা, তুচ্ছ সমুদায়, রুথা তার জীবন যাপন। নিত্য-নিরঞ্জন সেই নিগুণ-অনাদি, যে আধারে গুণে পর্যাসিত ; मखन यायादाः किवा निखन-मगाधि. অরূপ স্বরূপে পরিণত। সে আধার গুণাতীত, তবু' গুণবান্, জ্ঞানী গায় তাঁহার মহিমা: নানক, শ্রীগুরু-পদে কর আত্মদান, यां विष्कृत किकाना जुंग ना।

P

স্থনিয়ৈ সিধ পীর স্থরনাথ।
স্থনিয়ৈ ধরতী ধবল আকাশ।
স্থনিয়ৈ দ্বীপ লোহ পাতাল।
স্থনিয়ৈ পোহি ন সকৈ কাল।
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
স্থনিয়ৈ তুখ পাপ কা নাশ॥

শুনেছি শ্রবণে কত সিদ্ধ পীর গাথা. শুনেছি ত্রিদিব-ভরা অসংখ্য দেবতা; প্রকৃতির লীলাভূমি দীপ্ত বস্তব্ধরা, রয়েছে অটল স্থির গিরিরাজ খাড়া; নক্ষত্র থচিত কিবা স্থনীল অম্বর. কেমন স্থন্দর শোভা ব্যাপ্ত চরাচর: अयू-भाक-वानि मश दीश वर्डमान. শুনেছি ভূঃ-আদি সপ্ত লোকের আখ্যান তলাতল-আদি সপ্ত বিখ্যাত পাতাল. এ সব নাশিতে কিন্তু নাহি পারে কাল, কুটাল জাকুটা তার হেথা অবনত, বিকট সংহার-মূর্ত্তি সংকোচ-শাসিত। মহাকাল হ'তে কিন্তু ভক্ত গরীয়ান্, হেলায় হরণ করে জীবের অজ্ঞান: রে নানক, স্বতঃ-ব্যক্ত ভক্ত মহামতি, ছঃখ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি।

9

স্থানিয়ৈ ঈশর বর্মা ইনা।
স্থানিয়ৈ মুখি সালাহন মন্দ্॥
স্থানিয়ৈ যোগ জুগতি তনি ভেদ।
স্থানিয়ৈ সাস্ত্র সিমৃতি বেদ॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
স্থানিয়ৈ দুখ পাপ কা নাশ॥

'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' রব চারিদিকে শুনি, শুনেছি ব্রন্ধার নাম স্থাষ্টকর্তা যিনি; বিশাল তেত্রিশ কোটা অমর দেনতা, শুনেছি তাদের রাজা ইন্দ্রের বারতা; আপনারে আপনিই শ্রেষ্ঠ করি মানে, হেন বিচারক আছে শুনিয়াছি কাণে; ষট্চক্র ভেদ করি দীপ্ত যোগবলে, শুনেছি যোগীরা সিদ্ধি লভে অবহেলে; নানামত শাস্ত্র আর স্থৃতির ব্যাখ্যান, শুনেছি বেদের স্কু স্থমঙ্গল গান, এ সকল হ'তে কিন্তু ভক্ত গরীয়ান্, হেলায় হরণ করে জীবের অজ্ঞান; রে নানক, স্বতঃ-ব্যক্ত ভক্ত মহামতি, হঃথ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি। স্থনিয়ৈ সৎ সস্থোষ গিয়ান।
স্থনিয়ৈ অঠ্সঠি কা ইস্নান।
স্থনিয়ৈ পঢ়ি পঢ়ি পাবহি মান।
স্থনিয়ৈ লাগৈ সহজি ধিয়ান॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
স্থনিয়ৈ তুথ পাপ কা নাশ॥

শুনেছি কত যে মহা জ্ঞানের বারতা,
সমাহিত সাধুভাব, সম্তোষের কথা;
অন্ঠ-ষ্টিতম তীর্থ বিখ্যাত ভ্বনে,
স্নানে মুক্তি লভে সবে শুনেছি শ্রবণে;
কত মহারথী শাস্ত্র করিতে অভ্যাস,
বিছ্যা উপার্জন লাগি বঞ্চে বারমাস;
বিধি-নিষেধের ঘটা হ্রস্থ-দীর্ঘ জ্ঞান,
আগ্রহে অভ্যাস করে পাবে বলে' মান আসন কুন্তক আদি কৌশলের জোরে,
সহজে বসিবে ধ্যানে ভাবে কত নরে।
এ সকল হ'তে কিন্তু ভক্ত গরীয়ান্,
হেলায় হরণ করে জীবের অজ্ঞান;
রে নানক, স্বতঃ-ব্যক্ত ভক্ত মহামতি,
হঃখ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি।

22

স্থনিয়ৈ সবাঁ গুণাকে গাহ্।
স্থনিয়ৈ সেখ পীর পাতসাহ্॥
স্থনিয়ৈ অন্ধে পাবহি রান্ত।
স্থনিয়ৈ হাথ হোবৈ অসগান্ত॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
স্থনিয়ৈ তুথ পাপ কা নাশ॥

ত্রিগুণ-অতীত ব্রন্ধ নিরাকার জ্যোতি,
আকার আরোপি তাঁর শুনিয়াছি শ্বতি;
কত সেথ মহাশয় পীর প'গয়র,
পাতসাহ আছে কত মহা ধুরয়র,
অয়-আঁথি দেথেনাক' চল্রের বদন,
কিন্তু অজ্ঞ-জনে পায় জ্ঞানের স্পানন;
দীর্য জীবনের পথে মানব যে দিন,
থমকি দাঁড়ায় ভয়ে সম্পদ-বিহীন;
অয়কার ধাঁধা মাঝে পথ হারাইয়া,
চমকি চৌদিকে চায় জ্যোতির লাগিয়া;
তথন করণা করি' ভক্ত গরীয়ান্,
হেলায় হরণ করে আঁধার-অজ্ঞান;
রে নানক, শ্বতঃ-বাক্ত ভক্ত মহামতি,
হংথ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি

ンマ

মন্নে কী গতি কহি ন জাই।
জে কো কহৈ পিছৈ পছতাই॥
কাগদি কলম ন লিখন হার।
মন্নে কা বহি কর্নি বীচার॥
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মন্নি জানৈ মন্ কোই॥

চপল মনের গতি বিচিত্রতা চায়,
শতভাগে শতমুথে শতদিকে ধায়;

অস্থির চঞ্চল মন, নহে ঋজুগতি,
কে জানে আরম্ভ তার, কোথা পরিণতি;
কাগজ কলমে তাহা না যায় লিখন,
শত শত গ্রন্থ নারে করিতে বর্ণন।
সদ্গুরু-কুপাগুণে বশ করি শ্বাস,
দিন-যামী সদা কর নামের অভ্যাস;
নামবলে অবহেলে বশ হবে মন,
নাম সমাধির মূল, নাম নিরঞ্জন।

70

মন্নৈ স্থরতি হোবে মন বুধি।
মন্নৈ সগল ভবন কী স্থাধি॥
মন্নৈ মুহি চোটা না খাই।
মন্নৈ যুমকৈ সাথি ন যাই॥

ेमा नाम नित्रक्षन ट्यारे। एक को मन्नि कारिन मन् कारे ॥

মনের আরোপে ভাই, খাস হবে বশ, এক অনাহত-ধ্বনি বাজিবে সরস: ু নিবাত হিল্লোল-হীন হইবে নিবহ. গৃহহারা মন পাবে শান্তোজ্জল গেহ: স্থির মন চিত্ত-শুদ্ধি লভিবে যথন. वाक-मञ्जा कार्य প্रक्षा मिर्व वानिक्रन : দে মহা-মিলনে হবে বিভূতি বিকাশ, লোক-লোকান্তর-তত্ত্ব হইবে প্রকাশ; অশাস্ত হইবে শাস্ত দিগস্ত ছাড়িয়া. অনস্তের স্নিগ্ধ কোলে বিশ্রাম লভিয়া। অজর অমর মন ত্রিগুণ-অতীত, শুন সে সন্ধান, যাহে হবে বশীভূত; मन् खक्र कृ शांखर वन कित शांम, দিন-যামী দদা কর নামের অভ্যাদ; নামবলে অবহেলে বশ হবে মন. नाम नमाधित मूल, नाम नित्रक्षन।

:8

মন্নৈ মার্গি ঠাকি ন পাই।
মন্নৈ পতি সিঁউ পরগট জাই॥
মন্নৈ মগন্ চলৈ পন্থ।
মন্নৈ ধরম সেতী সনবন্ধ॥

ेेेे अन्ति अन्ति कार्टन मन् कार्टन मन् कार्टन मन्

আপন পথে খুসী মতে মন চ'লেছে ভাই,
কেউ যে তারে ফিরাতে পারে, এমন'দেখি নাই।
মনের স্বামী জানি আমি, সদ্গুরু তাঁর নাম,
সেই সে জানে কি সন্ধানে লভিবে বিশ্রাম।
তাঁরই দাপে মনের ধাপে আনন্দাগ্নি জলে,
হথ-পারাবার হয় সবে পার, ধরম সেতুর বলে।
গুরুর দত্ত নাম্দ্রী সত্য, জপ শ্বাসে শ্বাসে,
নামের বলে অবভেলে মন আসিবে বশে।
ওরে ভ্রান্ত, অবিশ্রান্ত অজপ-যাগে জেগে,
নাম-নিরঞ্জন কর সাধন শুদ্ধ অহুরাগে।

20

মন্নৈ পাবহি মোখ দুয়ার।
মন্নৈ পরবারৈ সাধার॥
মন্নৈ তরৈ তারে গুরু শিখ।
মন্নৈ নানক, ভবহি ন ভিখ॥
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মন্নি জানৈ মন কোই॥

ঐ থে দূরে, অপর পারে, থুলে গেছে তালা, মোক্ষ নামে দীপ্ত ধামে গুরার আছে থোলা। বাজায়ে ভেরী জ্ঞানের তরী সাজাও ওরে বীর,
কি ভয় পাছে গুরু আছে, মন্টা কর থির।
নানক বলে, গুরুর বলে মিল্বে জ্ঞানের তরী,
ভব-তরঙ্গে নামের সঙ্গে রঙ্গে ধর পাড়ি।
ভিক্ষা দৈন্ত কিসের জন্ত, গুরু আছে হা'লে;
তরিয়া সিন্ধু হইবে ধন্ত নামের পুণাবলে।
গুরুর দত্ত নামটা সত্য, জপ শ্বাসে শ্বাসে,
নামের বলে অবহেলে মন আসিবে বশে।
ওরে ভ্রান্ত, অবিশ্রান্ত অজপ-যাগে জেগে,
নাম-নিরঞ্জন কর সাধন শুদ্ধ অনুরাগে।

36

পঞ্চ পাবহি দরগহি মান।
পঞ্চ পাবহি দরগহি মান।
পঞ্চে সোহি দরি রাজান।
পঞ্চা কাঁ শুরু এক ধিয়ান॥
জে কো কহৈ করৈ বীচার।
করতে কৈ কহনৈ নাহি স্থমার॥
ধোল ধরম দয়া কা পুত।
সন্তোষ থাপি রখিয়া জিন্ স্থত॥
ধেবলৈ উপরি কেতা ভার॥
ধরতা হোর পরৈ হোর হোর।
ভিস্তে ভার তলৈ কোন জোর॥

জীয় জাতি রঙ্গা কে নাম। সভনা লিখিয়া বুটি কলাম॥ এছ লেখা লিখি জানৈ কোই। লেখা লিখিয়া কেতা হোই॥ কেতা তান স্থয়ালিহ রূপ। কেতী দাত্জানৈ কৌন কুত॥ কীতা পসাউ একো কবাউ। তিস্তে হোয়ে লখ দরিয়াউ॥ কুদরতি কবন কহা বিচার। বারিয়া ন জাবা একবার॥ জো जुम् ভাবৈ সাই ভলীকার। তু সদা সলামতি নির্কার॥ আরে ভাই, পঞ্চে পঞ্চ রসে নিমগন; কর্ণ শুনে গুণগান, নাসিকায় লয় দ্রাণ, আঁথি করে রূপ দরশন। জাগায়ে বিমল হর্ষ, স্পর্ল-শক্তি করে স্পর্ল. জিহ্বা করে রস আস্বাদন; এই পঞ্চেক্রিয় যবে, এক ধ্যানে যুক্ত হবে, ধ্যান্ময় মিলিবে তথ্ন। বাজাধি সে মহারাজ, সিংহাদনে বসি' আজ, - ভায়-দণ্ডে করিছে বিচার; বৈরাগ্য ধারণা খ্যান, সমাধি অ-পড়া জ্ঞান, এই পঞ্চ ছুকুম তাঁহার।

পঞ্চ আজ্ঞা শিরে ধরি, লুটাও চরণ'পরি, ধূর্ত্ত রিপু হইবে দমিত;

কাম ক্রোধ লোভ ভয়, মোহ হবে পরাজয়, পঞ্চে পঞ্চ হবে নিবারিত।

বাক্যে কি বিচার বলে, অস্ত তাঁর নাহি মিলে, বৃথা তব হাঁক-ডাক-ধ্বনি;

ধর্ম অতি সুকুমার, দয়া যে জনক তার, ' সম্ভোষের স্থতায় গাঁথনি।

বুঝিয়া পরম তত্ত্ব, সম্ভন্ত রাখ গো চিত্ত, ব্যর্থ চেষ্টা সার্থক হইবে;

অনস্ত জগৎ মাঝে, অনস্ত জ্ঞানের সাজে, দয়া-ধর্ম ফুটিয়া উঠিবে।

কত জীব স্থাষ্ট তাঁর, কত বর্ণ জাতি ভার, লেখনীতে না যায় বর্ণনা;

বিচারে না অন্ত মিলে, পায়না ত কোন কালে, শান্ত-জ্ঞানে অনন্ত ঠিকানা।

অনস্ত তাঁহার স্ততি, অনস্ত সে রূপ-রতি, জীবে তাঁর অনস্ত করুণা;

অনস্ত সৃষ্টির দহে, অনস্ত সাগর বহে, বিশ্ব রহে অনস্তে মগনা।

অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার, হে ভূমন্ স্থমঙ্গলময়!

জনম-মরণ-হীন, ব্যক্ত তুমি চিরদিন, তব সত্থা মহা সত্যময়।

জপজী।

তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি,
স্নান-পানে তিয়াস মিলায়;
বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব লও,
প'ড়ে থাকি চরণ তলায়।

29

অসংখ জপ অসংখ ভাউ।
অসংখ পূজা অসংখ তপ তাউ॥
অসংখ গ্রন্থ মুখি বেদ পাঠ।
অসংখ যোগ মন রহহি উদাস॥
অসংখ ভগত গুণ গিয়ান বিচার।
অসংখ সতী অসংখ দাতার॥
অসংখ সতী অসংখ দাতার॥
অসংখ স্থর মুহ ভখসার।
অসংখ মোনি লিব লাইতার॥
কুদরতি কবন কহা বিচার।
বারিয়া ন জাবা একবার॥
জো তুদ্ ভাবৈ সাই ভলীকার।
তু সদা সলামতি নিরক্ষার॥

অসংখ্য জপের বলে, অসংখ্য প্রীতির দলে, অসংখ্য পূজার আয়োজন; অসংখ্য বেদাদি গ্রন্থ, ব্রথা পাঠ কর ভ্রান্ত, তপ-বলে নহে বিলোকন।

সংখ্যাতীত যোগী-আদি, মগ্ন রহে নিরবধি, বিন্দু নারে নির্ণয় করিতে;
আসংখ্য ভেতিতর ফলে প্রান্ন কিন্দ্র করিত

অসংখ্য ভক্তির ফলে, খ্যান কিম্বা জ্ঞান-বলে, তাঁর গুণ না পারে বর্ণিতে।

সত্যবাদী দয়াশীল, পরিপূর্ণ এ নিথিল, আছে বহু জানিও নিশ্চয়;

দীপ্ত-জ্ঞানে বিভূষিত, ধর্মাবীর আছে কর্ত, কেহ্ নারে করিতে নিণ্য়।

বাক্য সমাহিত করি, সাধে মৌন ব্রত ধরি, আছে সাধু অসংখ্য অপার;

যত কিছু আয়োজন, সব সেথা সমাপন, ব্যর্থ যত স্থবৃদ্ধি বিচার।

অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার, হে ভূমন্ স্নঙ্গলময়!

জনম-মরণ-হীন, ব্যক্ত তুমি চিরদিন, তুব সন্থা মহা সত্যময়।

তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি, স্থান-পানে তিয়াস মিলায়;

বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব লও, প'ড়ে আছি চরণ তলায়।

74

অসংখ মুরখ অন্ধ ঘোর। অসংখ চোর হরামখোর॥

জপজী।

অসংখ অমর করি জাহি জোর।
অসংখ গলফড়ি হত্যা কমাহি॥
অসংখ পাপী পাপ করি জাহি।
অসংখ কুঢ়িয়ার কুঢ়ে ফিরাহি॥
অসংখ মলেক্ষ মল ভরি খাহি।
অসংখ মিনদক সির করহি ভার॥
নানক, নীচ কহৈ বিচার।
বারিয়া ন জাবা একবার॥
জো তুদ্ ভাবৈ সাই ভলীকার।
তু সদা সলামতি নিরঞ্চার।

চৌর্ঘা জীবনের ব্রত, মুর্খ অন্ধ আছে কত,
বিধাস-ঘাতক গুরাশয়;
যোগ অভ্যাসের ধাঁচে, অমরত্ব বর যাচে,
আছে হেন কত মহাশয়।
আত্মঘাতী গুংখী তাপী, পাপে ময় কত পাপী,
মিথ্যাবাদী আছে শত শত;
অনন্ত নরক বাসে, কাটে দিন তপ্ত শ্বাসে,
পুরীষ ভক্ষণে সদা রত।
নিন্দুক নিন্দার ভারে, পরের বোঝাটি ঘাড়ে,
ব'রে মরে স্বকর্মানদায়তে;
আমি যে সামান্ত ছার, আমিও জেনেছি সার,
এরা নারে তাঁহারে চিনিতে।

অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার,
হে ভূমন্ স্থমঙ্গলমং
জনম-মরণ-হীন, ব্যক্ত ভূমি চিরদিন,
তব সন্তা মহা সত্যময়।
তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি,
স্নান-পানে তিয়াস মিলায়;
বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব লও,
প'ড়ে আছি চরণ তলায়।

79

অসংখ নাব অসংখ থাব॥
অগম্য অগম্য অসংখ লোয়।
অসংখ কহহি সির ভার হোই॥
অখ্রী নাম অখ্রী সালাহ্।
অখ্রী গিয়ান গীত গুণ গাহ্॥
অখ্রী লিখন বোলন বাণি।
অখ্রা সির সংজোগ বখাণি॥
জিন এহ লিখে তিস্ সির নাহি।
জিবঁ ফরমাএ তিবঁ তিবঁ পাহি॥
কেতা কীতা তেতা নাঁউ।
বিন নাবৈঁ নাহি কোথাঁউ॥
কুদরতি কবন কহা বিচার।
বারিয়া ন জাবা একবার॥

জো ভুদ্ ভাবৈ সাই ভলীকার।" ভু সদা সলামতি নিরস্কার॥

অসংখ্য তাঁহার নাম. অব্যক্ত অসংখ্য ধাম, সৃষ্টি তাঁর অসংখ্য ব্রহ্মাও; অগম্য অপার শক্তি, হার মানে সব যুক্তি, ভাবিতে ঘুরিয়া যায় মুগু। অক্ষয় নামের বলে, অক্ষয় বিচার চলে, দে যে গো অক্ষয় অবিনাশী; অবনী অক্ষয় তানে, গাহে সে অক্ষয় গানে, তাঁর গুণ বিশ্বে উঠে ভাসি। অক্ষয় তুলিকা-মাতে, অক্ষয় বিশ্বের পাতে, চিত্রিত সে অক্ষয় লেখনী; অক্ষয় বচন ধারা, বর্ষে শান্তি হর্ষভরা. অক্ষ সে মধুময়ী:বাণী। আনন্দে পুলকভরে, যে তাঁর বর্ণনা করে, রুথা তার দোষ দাও শিরে; থাকিয়া অন্তর মাঝে, তাঁর বীণা ধীরে বাজে. গান ফুটে সে মোহন স্থরে। তাঁর গান ভরা দুখা, তাঁর এ নিখিল বিশ্ব, সে যে অণু-পরমাণু জোড়া; আছে কি এমন ধাম, যেথা নাই তাঁর নাম ?

অনন্ত দে করুণার ধারা।

অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার,
হে ভূমন্ স্থাসলময়!
জনম-মরণ হীন, ব্যক্ত তুমি চিরদিন,
তব সত্থা মহা সত্যময়।
তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি,
স্থান-পানে তৃষ্ণা দূরে যায়;
বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব লও,
রাথ রাথ চরণ তলায়।

ভরিয়ৈ হথ পের তমু দেই।
পানি ধোতৈ উতরস্ থেহ্॥
মূত পলিতী কপড় হোই।
দে সাবুন লইয়ে উহ্ ধোই॥
ভরিয়ৈ মতি পাপা কৈ সঙ্গী।
উহ্ ধোপৈ নাবেঁ কৈ রঙ্গী॥
পুণনী পাপী আখন নাহি।
করি করি কর্না লিখিলে জাহ্॥
আপে বীজি আপেহি খাহ্।
নানক, ত্বমা আব হু জাহ্

পদ দেহ আদি, প্ৰিময় হয় যদি, ধৌত করে জল অবহেলে; বস্ত্রময় বিষ্ঠা মূত্র, থাকে না তিলেক মাত্র,
পূত হয় সাবানের জলে।
সেইরূপ পাপ মলা, ভ্রম সংশয়ের জালা,
অন্তরের জঞ্জাল সকল;
তদ্ধ সত্য নামবলে, অনায়াসে যায় চ'লে,
নামামৃত স্থপাবিত জল।
পাপী পুণ্যবান্ ভাই, এ জগতে কেহ নাই,
পাপপুণা তুই ভ্রম অতি;

হেন ভ্রান্তি যেই জনে, নিশ্চয় করিয়া মানে, পাপপুণ্যে তার নিবসতি।

যে যেমন মনে করে, সেইরূপ ফল ধরে, কর্মগুণে ভিন্ন জ্ঞান ;

নানক, ভুল না দশা, কর্মফলে যাওয়া আসা, তাঁহার আদেশে জপ নাম।

25

তীরথ তপ দয়া দতু দান।
যে কো পাবৈ তিলকা মান॥
স্থানিয়া মিন্নিয়া মন কীতা ভাউ।
অস্তর গতি তীরথি মল নাউ॥
সভি গুণ তেরে মৈ নাহি কোই।
বিন্ গুণ কীতে ভগতি ন হোই॥
স্থাস্তি আথি বাণী বরনাউ।
সংস্থান সদা মন চাউ॥

কৌন স্থবেলা, বখ্ত কৌন, কৌন থিতি কৌন বার।
কৌন সিরুতী, মাহ কৌন, জিৎ হোয়া আকার॥
বেলন পাইয়া পগুতি জি হোবৈ লেখ পুরাণ।
বখ্ত না পাইউ কাদিয়া জি লিখন লেখ কোরাণ॥
থিতি বার না যোগী জানৈ, রুতী মাহ্ না কোই।
যা কর্তা সিরঠিকউ সাজে, আপে জানৈ সোই॥
কিব করি আখাঁ, কিব সালাহী, কিউ বরণী, কিব জানা।
নানক, আখ্নি সভ্কো আখাঁ, ইক্ তু ইক সিয়াণা॥
বড্ডা সাহিব, বড্ডী নাঁই কীতা জাঁকা হোবৈ।
নানক, যেকো আপৌ জানৈ, অগৈ গয়া ন সোহৈ॥

তীর্থবাত্রা পরিশ্রম,
দয়া আর দানের বিচার;
যত কিছু পুণ্য কর্ম,
মনের না যুচে অস্ককার।
শীগুরু-বচনামৃত,
আত্মতত্ত্ব যে করে মনন;
সর্ববিত্তির্থ ফল পায়,
জলে মলা লুকায় যেমন।
কি মহা ধাঁধার ঘোরে,
সত্যপথ না পাও দেখিতে;
গুরু-মুথ মহাবাক্য,
কর তার সনে সৌখ্য,
ভকতি উদয় হবে যাতে।

শ্রীগুরু-বচনামৃত, স্বন্তি-পূর্ণ শান্তি-যুত, অবিচারে কর রে পালন; স্থুথ পাবে শাস্তি পাবে, আনন্দে ডুবিয়া যাবে, মন প্রাণ কর সমর্পণ। কোন্ বেলা কোন্ ক্ষণ মাস, কোন্ বার কোন্ তিথি; কোন ঋতুতে বিশ্ব-স্ঞ্জন কর্লেন জগৎপতি। পণ্ডিতের যায় মুগু ঘুরে, স্তব্ধ বেদ-পুরাণ, কাজী সাহেব ক্লুপ্ত নীরব, হার মানে কোরাণ। জগৎ-স্ষ্টির বার তিথি যোগ, যোগী না পায় ধ্যানে, যে সেজেছে জগৎরূপে, সেই সে কেবল জানে। কি তাঁর করণ, কেমন বরণ, নাইক' ঠিকানা, नानक वरल, यं गा' वरल मवहे कझना। ধাঁহার গড়া বস্থন্ধরা, মহান্ পুরুষ তিনি, ভাল-মন্দ সকল দ্বন্দ পরিণতির ভূমি। কিসের বিতা, কিসের বিচার, কিসের এ ডাক্-হাক; সকল কার্য্যের বীর্ঘ্য মাঝে বাজ্ছে তাঁহার শাঁথ। नानक वरल, श्रमग्र-मरल आश्नारक य जातन, পূর্বাপরের বিচার মিটে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে।

२२

পাতালাঁ পাতাল লখ, আগাসাঁ। আগাস॥
উঢ়ক উঢ়ক ভালি থকে বেদ কহনি ইকবাত
সহস অঠারহ কহনি কতেবাঁ, অসলু ইক ধাত

লেখা হোই তো লিখিয়ৈ, লেখৈ হোই বিনাশ। নানক, বড়া আখিয়ৈ আপে জানৈ আপ।

অসীম পাতাল, অসীম আকাশ, নাইক সীমানা;
লক্ষ সৃষ্টি, লক্ষ দৃষ্টি, হয়না গণনা।
আঠার-হাজার পুরাণ বিচার, হার মেনেছে সব,
বেদ ও শাস্ত্র হয় পরাস্ত, এম্নি অভিনব।
জ্ঞানের ঠাটে ব'ল্ছ বটে সত্য সত্য বোল,
আছে কি নাই, কে জানে ভাই, প্রমাণ ক'র্তে গোল।
নানক বলে, জ্ঞানের বলে কেউনা ভারে চিনে,
আপ্নি জানে আপন মরম, আর কেহ না জানে।

২৩

সালাহী সালাহি এতী সুরতি ন পাইয়া;
নদীয়া অতৈ বাহ্ পবহি সমুন্দ ন জানিয়হি।
সমুন্দ সাহ স্থলতান গিব্হা সেতী মালধন;
কীড়ি তুলি ন হোবনী যে তিস্ মনহ্ ন বিসরহি॥

তর্কের বিচারে না মিলে তাঁহারে
সে যে গো অসীম সিন্ধু;
ক্ষুদ্র এ নদীতে বসতি করিয়া
থবর মিলেনা বিন্দু।
সাহ-স্থলতান, কুল-শীল-মান
বিভূষিত হয় যদি,

রত্নাকর-ছাঁকা ধন-রত্ন যত পদে লুটে নিরবধি; তুচ্ছ যে তাহার সকল সম্ভার, সে যে গো কীটের মত; বিদি মনোমদে, দীপ্ত পদে, সঁপিয়া না দেয় চিত।

₹8

অন্ত ন সিফতী কহনি ন অন্ত। ञ्ख न कद्रिंग (प्रिन न ञ्ख ॥ অস্ত ন বেখনি স্থননি ন অস্ত। অহ্ ন জাপৈ কিয়া মনি অন্ত ॥ অন্ত ন জাপৈ কীতা আকার। অন্ত ন জাপৈ পারাবার॥ অন্ত কারনি কেতে বিললাহি। ভাকে অন্ত ন পায়ে জাহি॥ এহ অন্ত ন জানৈ কোই। বহুতা কহিথৈ বহুতা হোই॥ বড্ডা সাহিব উচ্চা থাউ। উচ্চে উপরি উচ্চা নাঁউ॥ এ বড় উচ্চা হোবৈ কোই। তিস্ উচ্চে কউ জানৈ সোই॥ যে বড় আপি জানৈ আপি আপি। नानक, नमती कत्रभी माणि॥

अनु अर्णत निधिना इम्र वर्णना, অনন্ত তাঁহার কার্য্য অনন্ত করুণা। অনন্ত মহিমাময়, ধরা নাহি যায়, দেখিয়া শুনিয়া কেহ অন্ত নাহি পায়। অনস্ত অজপা জপে অনস্ত সে নাম. অনস্ত মনন মাঝে ফুটে অবিরাম। অনন্ত মূরতিময় নাহি যায় ধরা, কে জানে কোথায় শেষ, কোথা তাঁর গোড়া। জ্ঞানের আলোকে তাঁর অন্ত না পাইয়া, মুগ্ধ-নেত্রে বিশ্ব আছে বিশ্বয়ে চাহিয়া। অনন্তের অন্ত লাগি কত মহাশয়, অসংখ্য ছঃখের বোঝা হাসিমুখে বয়। कारन नारे जारन ना शा, किशा जानिरव ना, অনস্তের অন্ত কেহ পায়নি, পাবে না। মহান পুরুষ, কোথা তাঁহার আদন! কত উদ্ধে — কত উচ্চে না হয় গণন। উর্দ্ধে গতি উর্দ্ধে স্থিতি উর্দ্ধ লোকে বাস; শুদ্ধ বৃদ্ধ নামে মিলে তাঁহার আভাস। শ্রেষ্ঠ ছাড়া শ্রেষ্ণানের কে জানে খবর ১ যে তাঁরে দঁপেছে প্রাণ সেই শ্রেষ্ঠ নর। कहिए नानक, यि छिर्नाटक यावि, নামের ঝঙ্কার মাঝে আছে তার চাবি; নাম-বলে আত্ম-কর্ম্ম হইবে উদ্ধার. নিমিষে পুরিবে আশা অজ্ঞাতে তোমার।

20

বহুতা করম লিখিয়া না জাই। বড্ডা দাতা তিল ন তমাই॥. কেতে সংগহি যোধ অপার: কেতিয়া গণত নহি বিচার। কেতে খপি তুটহি বেকার॥ কেতে লৈ লৈ মুকর পাহি। কেতে মূরখ খাহী খাহি॥ কেতিয়া তুখ ভুখ সদমার। এহিভী দাত তেরি দাতার ॥ বন্দি খালাসী ভাগৈ হোই। হোর আখিন সকৈ কোই॥ জে কো খাই কু আখ নি পাই। উহু জানৈ জেতীয়া মুহি খাই॥ আপে জানৈ আপে দেই। আখহি সেভী কেই কেই॥ জিস্নো বখ্সে সিফতি সালাহ্। নানক, পাতসাহী পাতসাহ্॥

আরে ভাই, কর্ম্ম-পুঞ্জ অনস্ত জগতে;
লিখিলে না শেষ হয়,
কর্ম-পুঞ্জ অনস্ত জগতে;
কর্ম-পুঞ্জ অনস্ত জগতে;
কর্ম-পুঞ্জ অনস্ত জগতে;
কর্ম-পুঞ্জ অনস্ত জগতে;

থিনি কর্ম-ফল-দাতা, বিমুক্ত ভারের ধাতা, বিন্দুমাত্র নাহি অহঙ্কার;

থে থেমন কর্ম্ম করে, তুল্য ফল দেন তারে, 'অপরূপ বণ্টন তাঁহার।

কেহ যোদ্ধা মহারথী, কেহ বা পণ্ডিত অতি, গণনায় করিছে বিচার;

কেহ বা স্বধর্ম-মৃত, নিদ্ধাম কর্ম-পৃত, জেনেও না বলে সমাচার।

কেহ বা মূর্যতা-বশে, অজ্ঞানে পায় না দিশে, ভাবে ভবে তুঃথ অতিশয়;

কেহ সে শ্বরূপ-দীপ্তি, ভাবিয়া না পায় তৃপ্তি, কেহ দেখে সব সত্যময়।

যথার্থ বা মিথাা ভান, সকল ভাঁহার দান, সত্যময়—সত্যময় তিনি;

বন্ধ-মোক্ষ তর্ক যত, সব হবে মীমাংসিত, চিন্ত তাঁরে সত্যময় জানি।

অন্তরে তাঁহার লাগি, যে প্রীতি উঠয়ে জাগি, কেমনে তা' বুঝাব কাহারে:

গুপ্ত সে অমৃত-ধারা, পান করি আত্ম-হারা, বচন না জুয়ায় বাহিরে।

থে পিয়েছে সে অমৃত, তৃপ্ত নহে তার চিত, আরো চায় আরো চায় মধু;

চাথিয়া চাথিয়া থায়, আরো চায় আরো চায়, অমৃতে ভুবিয়া থাকে স্বধু। পুলকে প্রেমের নেত্রে, যে হেরে দে রূপ-চিত্রে,
তার কি গো বচন জুয়ায় ?
স্বতঃ-প্রকাশিত জ্যোতি, অপরূপ রূপ-ভাতি,
পান করি তিয়াস মিটায়।
নানক কাঁদিয়া বলে, দে আমার চিত্ত-দলে,
মিলায়েছে আনন্দের হাট;
দে মোর রাজার রাজা, র্থায় বাহিরে খোঁজা,
অপরূপ সে রূপের ঠাট।

২৬

অমূল গুণ অমূল বাপার।

অমূল বাপারী এ অমূল ভাণ্ডার॥

অমূল আঁবহি অমূল লৈ জাহি।

অমূল ভাই অমূল সমাহি॥

অমূল ধরম অমূল দীবান্।

অমূল তূল অমূল পরবান্॥

অমূল বথ্সীস অমূল নীসান।

অমূল করম অমূল ফরমাণ॥

অমূলো অমূল আথিয়া ন জাই।

আথি আখি রহে লিবলাই॥

আথহি বেদ পাঠ পুরাণ।

আথহি পড়ে করহি বধিয়ান॥

আখহি বরসে আখহি ইন্দ্। আখহি গোপী তৈ গোবিন্দ্॥ আখহি ঈশর আখহি সিধ্। আখহি কেতে কীতে বুধ্॥ আখহি দানব আখহি দেব। আখহি স্থর নর মুনিজন সেব॥ কেতে আখহি আখ্নি পাহি। কেতে কহি কহি উঠি উঠি জাহি॥ এতে কীতে হোরি করেহি। তাঁ আখি ন সকহি কেই কেই॥ জে বড়ড ভাবৈ তে বড়ড হোই। नानक, জारेन সাচা সোই॥ य का यारेथ वाल विशाए। তাঁ লিখিয়ৈ সির গাবারাঁ গাবার॥

অমূল্য গুণের নিধি, দীপ্ত তাঁর আচরণ,
অমূল্য ভাণ্ডারী ব'দে দার করি উদ্ঘাটন;
অমূল্য পুরুষ-রত্ন বিশ্বে হ'রে পরকাশ,
অলোকিক বার্ত্তা তাঁর ঘোষিতেছে বারমাস;
অমূল্য তাঁহার তত্ব, নির্কিকল্প দে স্বরূপ,
কর্ম্মের অমূল্য ধাতা, ধন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভূপ!
অমূল্য উপাধি-যুক্ত অমূল্য প্রমাণ সব,
অমূল্য চিত্তের থরে অমূল্য সে অমূত্ব;

অমূল্য বিশ্বের পাতে অমূল্য তাঁহার দান, नका-कर्य भृलाशीन, जूना-शीन म निर्मान। অমূল্য মহান্ ধাতা, তাঁরে কে বর্ণিতে পারে ? বিশ্বের মানব যত বিশ্বয়ে লুটায় ধীরে। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র করে সে মহিমা গান, পণ্ডিতের ব্যাথানের রূথা যত অভিমান। ব্ৰহ্মা ক্ষুদ্ধ ইক্ৰ স্তব্ধ শব্দ না বয়ানে সরে, লুক্ক গোপীগণ মুগ্ধ গোবিন্দের পারাবারে। সিদ্ধ বৃদ্ধ যোগী স্তব্ধ হারায়ে গিয়াছে দিশা, কে জানে তাঁহার তত্ত্ব, দেব কি দানব চাষা ? স্থর নর মুনি কত গাইছে বন্দনা-গানে, বিশ্ব জুড়ে বিশ্বাতীতে সেবিছে প্রীতির দানে। অনবদ্য বিশ্বগাথা অণু পরমাণু জোড়া, কত যায় কত আসে কারে না দিল সে ধরা। যার যতটুকু বিদ্যা, যার যতথানি প্রাণ, ততটুকু বৃদ্ধিবলে ততথানি করে গান। কহিছে নানক সার, শুন রে অবোধ মন, তাঁর কথা যে যা' বলে সব সত্য আলাপন; মুর্থ যত তর্ক-বলে খণ্ডন করিতে চায়, তুমি স্বধু একমনে লুটায়ে পড় রে পায়।

२१

সে দর কেহা সো ঘর কেহা, জিৎবহি সরব সমালে। বাজে নাদ অনেক অসংখা, কেতে বাবন হারে।

কেতে রাগ পরী সিউ কহি অন্ কেতে গাবন হারে। গাবহি তুহ্নো পউন পানি বৈসন্তর,গাবৈ রাজা ধরম তুয়ারে॥ গাবহি চিতুগুপ্ত, লিখি জানহি, লিখি লিখি ধরম বিচারে। गावि जेगत वत्रमा (पवी, (मार्शन मना मवाद्र॥ गावि रेन्त् रेन्तामन विद्य (पवजीया पत्रनात्न । গাবহি সিধ্ সমাধি অন্দর গাবনি সাধ বিচারে॥ গাবনি জতী সতী সন্তোষী, গাবহি বীর করারে। গাবনি পণ্ডিত পঢ়ন রখিসর, জুগ জুগ বেদা নালে॥ গাবহি মোহনীয়াঁ মনমোহনী স্থরগা মচ্ছ পইয়ালে। পাবনি রতন উপায়ে তেরে, অঠসঠী তীর্থ নালে॥ গাবহি জোধ মহাবল স্থরা, গাবহি খানি চারে। গাবহি খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ডা, করি করি রখে ধারে॥ সেই তুধ্নো গাবহি জো তুধ্ ভাবনি রতে তেরে ভগত রসালে i হোরি কেতে গাবনি সে সৈ চিত ন আবনি নানক কিয়া বিচারে॥ (मारे (मारे महा, मन माहित महा, माही नारे। रिखी रशमी जारे न जामी तहना जिनि तहारे॥ রঙ্গী রঙ্গী ভাঁতি করি করি জিন্দী মাইয়া জিনি উপাই। করি করি বেথৈ কীতা আপনা, জিবঁ তিসদী বড়িয়াই । যো তিস্ ভাবৈ সোই করসা, হুক্মু ন করনা জাই। সো পাতসাহ্ সাহাঁ পাতি সাহিব নানক, রহণ রজাই॥

> কোথা তব বাসগৃহ, বল কোন্ দিকে দার, যেথা ব'সে সামালিছ সরবস্ব হে তোমার!

অমূল্য সম্পত্তি তব বিশ্ব-জোড়া ধরাখানি, কেমন মোহন-মন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত কর শুনি। চারিদিকে তব স্তুতি অসংখ্য কে জানে কত, অনিক্য রাগিণী-ধ্বনি শুনা যায় অবিরত। অসংখ্য ভূপতি আর অসংখ্য পুরুষ সিদ্ধ, একমনে একতানে গাহে গান অনবদা। আকাশাদি পঞ্চতত্ত্ব তত্ত্বাতীত সত্ত্বা মাঝে, পুলকে বিশ্বয়ে ডুবি আপনারে হারায়েছে। মন-চিত্রগুপ্ত মরি রচিয়া অতুল কাব্য, ধরম বিচারি করে তোমার আরতি দিবা। ব্রহ্মা ঈশ দেবদেবী ব্রহ্মাণ্ডে র'য়েছে যত, তব গুণে তব গুণ গান করে অবিরত। रेख रेखांभरन विम नन्तरन मत्रवारत. দেবতা-বেষ্টিত হ'য়ে তব গুণ গান করে। সিদ্ধগণ সমাধিতে করিছে তোমার ধ্যান. যতি সতী সাধু শাস্ত সকলে হারায় জ্ঞান। পণ্ডিত মণ্ডিত হ'য়ে ত্রিবেদের স্থক্ত-গানে, গাইছে উদাত্ত স্থরে দীর মধুমগ্নী তানে। মোহিনীরূপের ফাঁদে ভুলা'য়েছ ত্রিভূবন, বিশ্ব-জ্রোড়া বিশ্বগাথা করে সবে আলাপন। স্বর্গে মর্ভো চারিদিকে পরিব্যাপ্ত-করা-চিত্ত, মোক্ষ লাগি কত জন খুঁজিছে তোমার তত্ত্ব। অতল সিশ্বুর মত জ্ঞানের ভাণ্ডার-থরে, তত্ত্তান রত্ন তুলি জ্ঞানিগণ গান করে।

ধর্ম্মের ক্রিয়ার ভূমে অষ্ট্রমন্তী তীর্থ স্নান, সকলের এক লক্ষা, তোমারি বন্দনা গান। মহাবল যোদ্ধা, তার অদ্যা শক্তির দানে, প্রকাশে মহিমা-ত্নাতি প্রতি বাহু সঞ্চালনে। অনন্ত গুণের সেকে হারাইয়া আত্ম-জ্ঞান. দিগ-দিগন্তরে ছুটে তোমার বন্দনা গান। অসংখ্য পুরুষ বন্দে অগণিত নানা ভাবে, দিগন্ত ভরিয়া উঠে অনন্তের কলরবে। তোমার করুণা-ধারা নিরম্ভর বহমান, ত্ত্ল ছাপায়ে ছুটে তোমার করুণাগান। প্রেমিক ভকত শাস্ত চলিছে অনস্ত-পথে. হে স্থানর, তব দয়া সম্বল করিয়া সাথে ! অনস্ত উপায়ে তুমি অনন্ত-পুরুষবর ! অনস্ত বিশ্বের থরে ভাল বাঁধিয়াছ ঘর ! অব্যক্ত তোমার তত্ত্ব সংখ্যা তার কেবা জানে, নানকের চিত্ত আজি মত্ত তব গুণগানে। সকল সম্ভার ভরা উজল অচলা ভূমি, সব জোড়া হ'য়ে সখা, একা বিরাজিছ তুমি। তুমি শ্রেষ্ঠ সত্যময়, সত্যই স্বরূপ তব, সত্যের হাওয়ায় হেসে ফুটে সত্য-ফুল নব। অস্তিত্ব তোমার সত্য ত্রি-যুগ ব্যাপিয়া ধরা, বিগত আগত আর বর্তমান সত্যে ভরা। স্বয়স্থ-সত্যের জ্যোতি ছড়াইয়া চরাচরে, বিরাজিছ সত্যময় সত্য-সিন্ধু পারাবারে।

সত্যের আবর্ত্তে রচি সত্যের অনন্ত তন্ত্ব,
সত্যের আলোক-পাতে তারে ফুটাইছ নিত্য।
সিদ্ধির ঠিকানা পেয়ে কত যে বেঠিক জন,
স্বেচ্ছাচার-অহঙ্কারে লিপ্ত করে চিপ্ত-মন;
আঁধারে ধাঁধার মাঝে অসত্যের খেলা রচি,
সত্যের মহিমা তব জানেনা লইতে বাছি।
মহারাজ-অধিরাজ, হে সত্য-স্বরূপ স্থা,
নানকের চিত্ত-দলে পূর্ণরূপে দেহ দেখা।

২৮

মূদ্রা সম্ভোষ, সরম পত ঝোলী, ধিয়ান কি করহি বিস্তৃতি।
খিস্থা কালকুঁয়ারী কায়া, জুগতি ডগু পরতীতি॥
আয়ী পন্থী সগল জমাতী।
মন জীতৈ জগ জীত॥
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ।

আয় মন, যোগী সাজি সথার লাগিয়া!
সম্ভোষের মুদ্রা-বলি, বিনয় ভিক্ষার ঝুলি,
ধ্যান-রূপ বিভূতি মাথিয়া।
কাল-পরিচ্ছেদ গত, জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত,
উলঙ্গ বিরাট তব কায়া;
সেই হবে আবরণ, শ্রেষ্ঠ কন্থা ওরে মন,
কি হইবে অহ্য বাস দিয়া।

সাক্ষাৎ দর্শন তাঁর,
আগে তুমি মন কর জয়;
মন যে জিনিতে পারে,
সেই ধন্ত মান্ত মহাশয়।
নিগুণ অনাদি আদি,
যুগে যুগে একবেশধারী;
তাঁহারে আপন জানি,
কারম্বার নমস্বার করি।

ভূগতি গিয়ান্ দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজহি নাদ।
আপি নাথ নাথী সব জাকী, রিধি সিধি অবরা সাদ॥
সংযোগ বিয়োগ তুইকার চলাবহি, লেখে আবহি ভাগ॥
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ॥
তাঁহারে যে করে ভোগ, সে সাথে উত্তম যোগ,
দার মুক্ত দয়ার ভাণ্ডারে;
স্ষষ্টি-চরাচর জুড়ি, মহান্ ঘোষণা তাঁরি,
নাদ-ধ্বনি ধ্বনিছে অম্বরে।
বিশ্ব স্কৃষ্টি তাঁরি ভার, সেই পুনঃ সান্ধী তার,
রিদ্ধি সিদ্ধি তাঁরি পরিরস্ত;
সংযোগ-বিয়োগ মাঝে, তাঁর পুণা শঙ্ম বাজে,
যুক্ত-যোগী তাই নিরালম্ব।

নিগুণ অনাদি আদি, অক্ষয় শাখত জ্যোতি,

যুগে যুগে একবেশধারী;
তাঁহারে আপন জানি, জুড়িয়া যুগল পানি,

বারম্বার নমস্কার করি।

90

একা মাই, জুগতি বিয়াই, তিন চেলে পরবান।
ইক সংসারী, ইক ভণ্ডারী, ইক লায়ে দীবান॥
জীব তিস্ ভাবৈ, তিবৈ চলাবৈ, জিব্ হোবৈ ফুরমাণ।
ওহু বেখৈ, ওনা নদরী ন আবৈ, রহুতা এহু বিড়াণ॥
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ॥

বিরাট জননী এক, বিশ্ব মাঝে পরতেক,
শিষ্য তাঁর তিন মহারথী;
তমো-রূপ সংসারী, রজো-রূপ ভাগোরী,
সত্য-রূপ জ্ঞানের সার্থি।

থেই যে ভাবের ভাবী, সে দেখে তেমন সবি,
সাধে ভাব অমুবায়ী কায;
তামসিক তমো-মর্ম্মে, রাজসিক রজো-কর্ম্মে,
সত্য-ধর্ম্মে সাত্তিকের সাজ।

সকল গুণের মাঝে, গুণাতীত সে বিরাজে, না জানিয়া বিষম বিবাদ; আপন গুণের বশে, বাখানে আপন রসে, বুঝা'লে না বুঝয়ে সম্বাদ।

নিশুণ অনাদি আদি, অক্ষয় শাশ্বত জ্যোতি, যুগে যুগে একবেশধারী; তাঁহারে আপন জানি, জুড়িয়া যুগল পানি, বারম্বার নমস্বার করি।

0)

আসন লোয় লোয় ভণ্ডার।
যো কিছু পায়া স্থ একাবার॥
করি করি বেখৈ সিরজন হার।
নানক, সচ্চে কী সাচীকার॥
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ।

সে যে ত্রিলোকের ধাতা, ত্রিলোকে আসন পাতা, ত্রিলোকের স্থন্দর ভাণ্ডারী;
যে চিনেছে একবার, অনায়াসে হয় পার, সে যে ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী।

সিদ্ধি-লব্ধ পূর্ণ জ্ঞানে, ভাতে নব সৃষ্টি প্রাণে,
সে আনন্দে যে রহে মগন;
ঠেলিয়া পীযুষ-ধারা, জ্ঞান ল'য়ে তোলাপাড়া,
অবোধ কে তাহার মতন !
নানক কহিছে সার, এ সব কৌশল তাঁর,
যোগীরে ভূলায় মিছা স্থথে;
তাঁহার করণ নিতা, যাহা করে তাই সতা,
ব্যাপ্ত-সন্থা জাঁধারে আলোকে।

নিগুণ অনাদি আদি, অক্ষয় শাখত জ্যোতি, যুগে যুগে একবেশধারী ;

তাঁহারে আপন জানি, জুড়িয়া যুগল পানি, বারস্বার নমস্কার করি।

७२

ইকদূ জীভৌ লখ হোহি, লখ হোবহি লখ বীস।
লখ লখ গেঢ়াঁ আখীয়হি, ইক নাম জগদীশ॥
এতুরাহি পতি পৌড়িয়াঁ, চঢ়িয়ৈ হোই ইকীস;
হুনি গল্লা আকাসকী, কীটা আয়ী রীস।
নানক, নদরী পাইয়ৈ, কুড়ে কুড়ৈ ঠীস॥

এক সে পরম ধাতা, বিশ্ব চরাচরে গাঁথা, এক সাক্ষী মহিমা-মণ্ডিত; অবৈত বা বৈত তত্ত্ব, সেথা সব তর্ক ব্যর্থ, যথার্থ কি, জানে না পণ্ডিত। বিবাদ-অতীত সে যে, বুঝিয়া যে জন ভজে, চতুর সে, স্থথে হয় পার;

যে জানে সে সত্যময়, সব তার সত্য হয়, বিচারের ধারে না সে ধার।

আকাশের শৃত্য মাঝে, গন্ধর্ক-নগর আছে, সহজে কে করিবে প্রত্যয় ? স্থাদিপি স্কুদ্র নর, তর্কে পাবে কি থবর, সে যে তর্কে প্রতিপান্ত নয়।

নানক কহিছে সার, সেই সত্য সারাৎসার, আর সব প্রলাপবচন;

যত কিছু অন্ত বোল, সব স্বধু গণ্ডগোল, কর ভাই সত্যের সাধন।

99

আখ ন জোর, চুপৈ নহ জোর।
জোর ন মংগন, দেন ন জোর॥
জোর ন জীবন, মরণি নহ জোর।
জোর ন রাজ, মালি মন সোর॥
জোর ন স্থরতী গিয়ান বিচার।
জোর ন জুগতী ছুটে সংসার॥
জিস্ হথ জোর কর বেখৈ সোই।
নানক, উতম নীচ ন কোই॥

যে জন মহান্ সত্য করে অন্তব, দে নারে জড়ের মত থাকিতে নীরব; অথচ বদনে তার বাক্য না যুয়ায়, মৌন কিম্বা বাক্যশীল হুই তুল্য তায়। ভিক্ষার না মিলে তাঁর তিলেক সন্ধান: কিম্বা পেয়ে কেহ নারে করিবারে দান। যে জেনেছে সে মাধুরী স্থগা ঢল ঢল, জীবন মরণ তার সমান সকল। হোক্ না রাজার রাজা ধনরত্বময়, বিশ্বজয় কিম্বা নাশ কার' কার্য্য নয়। বার্থ সেথা শ্রুতি স্থাতি জ্ঞানের বিচার. তাঁরে না পাইলে কভু ছুটেনা সংসার। যে জন ডুবিয়া রহে সত্য-পারাবারে, সেই সে কেবল তরে সংসার-সাগরে। নানক, ছাড় রে রুথা ভেদাভেদ জ্ঞান, উচ্চ नी চ কেহ ना है. সকল সমান।

98

রাতী রুতী থিতী বার;
পবন পানী অগণী পাতাল।
তিস্ বিচ ধরতি থাপি রখী ধর্মশাল॥
তিস্ বিচ জীয় জুগতি কে রংগ।
তিন কে নাম অনেক অনস্ত॥

করমী করমী হোই বিচার।
সচ্চা আপ সচ্চা দরবার॥
তিখে সোহন পঞ্চ পরবাণ।
নদরী করমি পবৈ নিসান॥
কচ্চ পকাই উখে পাই।
নানক, গয়া জাপৈ জাই॥

ষড়-ঋতু তিথি বার, সাতটী পাতাল আর,
অগ্নি জল বায়ু আছে যত;
এ সকল জড় মাঝে, অন্নভব শক্তি রাজে,
সেই শক্তি ধর্মশালা মত।
ধরার ধরমশালে, অসংখ্য মানব থেলে,
আসে বসে পুনঃ যায় চ'লে;
সেরূপ বিচার-জ্ঞানে, কত ভাব উঠে মনে,
কত শক্তি কত যুক্তি দোলে।
ধর্মশালে জীব যত, কেহ ত না হয় স্থিত,
সেইরূপ বিচারের জ্ঞান;
বৃদ্ধুদের মত ফুটি, পুন যায় কোথা ছুটি,
আর তার না মিলে সন্ধান।
দিব্য-জ্ঞান হবে যবে, জীবের অনস্ক ভাবে,

বিচারের বাঁধন পড়িবে;

সত্য দরবার-স্থা, সত্যরূপে দিবে দেখা, '

সত্যরূপে আপনা চিনিবে।

পঞ্চ-কর্ম সাধ ভাই, আর কোন কর্ম নাই,

হবে যা'তে অমুভব-জ্ঞান;

কাঁচা পাকা চিনে লবে, সকল সন্দেহ যাবে,

নানক কহিছে, ছাড় ভান।

90

ধরম খণ্ডকা এহো ধরম।

গিয়ান খণ্ডকা আখহু করম।

কেতে পবন পানী বৈসন্তর, কেতে কান মহেশ।
কেতে বরমে খাঢ়তি খাঢ়ীয়হি রূপ রঙ্গ কে বেশ॥
কেতীয়া করমভূমি মের কেতে, কেতে ধূ উপদেশ;
কেতে ইন্দ্ চন্দ্র হ্বর কেতে, কেতে মণ্ডল দেশ।
কেতে সিধ বুধ নাথ কেতে, কেতে দেবী বেশ॥
কেতে দেব দানব মুনি কেতে, কেতে রতন সমুনদ;
কেতীয়া খানী কেতীয়া বাণী, কেতে পাত নরিন্দ।
কেতীয়া হুরতী সেবক কেতে, নানক, অন্ত ন অন্ত॥

ধর্মের ধরম এই শুন সবিশেষ,
শ্রেষ্ঠ কর্ম,—মাগ্র-করা শ্রীগুরু আদেশ।
এ হেন সাধন-কর্ম সাধি ভাগ্যবান্,
অনায়াসে লাভ করে সত্য মহা-জ্ঞান।
দিব্য কর্মে দিব্য জ্ঞান লভিবে যথন,
হেলায় খুলিয়া যাবে দিব্য হু'নয়ন;

জপজী।

তথন বিশ্বয়ে চাহি হবে চমৎকার,
হেরি বিশ্বনাথের সে লীলার সন্তার।
অসংখ্য বরুণ বায়ু দেব বৈশ্বানর,
কত ব্রহ্মা কত বিয়ু কত মহেশ্বর;
রপরঙ্গময় মেরু অসংখ্য রচনা,
কত কর্মা-ভূমি কত জ্ঞানের জ্যোতনা;
কত ইন্দ্র কত চন্দ্র কত স্কর ন্র,
কত গ্রহ উপগ্রহ সিদ্ধ বৃদ্ধ চর;
দানব ও দেব দেবী মুনি শত শত,
কত ধন রত্মখনি রত্মাকর কত;
কত জ্ঞানী পাত্সাহ কত মহারাজ,
কত শ্রতি শাস্ত্র কত সেবক সমাজ;
সংখ্যাতীত সে অনন্ত নাহি পারাপার,
নানক, অনন্ত লীলা হের চমৎকার।

96

গিয়ান খণ্ড মহি গিয়ান পরচণ্ড। তিখে নাদ বিনাদ কোড় আনন্দ সরম;খণ্ডকী বাণী রূপ। তিখে ঘাঢ়তি ঘট়ীয়ে বহুত অনূপ তাঁ কীয়া গলা কথিয়া না জাই। জে কো কহৈ পিছে পছতাই॥ िटिश घड़ोरेय अत्रिक मिका की अधि॥ जिटेश घड़ोरेय अत्रा मिका की अधि॥

শ্বতঃ-প্রকাশিত দিব্য জ্যোতির্শন্ন জ্ঞান-মণি,
বিনোদ-নিনাদে তার কোটি আনন্দের থনি;
নানা বর্ণ নাম-যুত পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলদল,
জ্ঞানের উন্থানে ফুটি, রসে গন্ধে ঢ়ল ঢল।
যে যেমন মধু পায় পান করি আত্মহারা,
সে রস-সৌন্দর্য্যে ডুবি হয় সে পাগল-পারা।
উন্থান বাহিরে থাকি মিছে কর আনাগোনা,
কল্পনায় শত জন্মে মিলিবে না সে ঠিকানা।
যে জন ফুলের মধু একান্তে ল'য়েছে লুঠে,
শ্বতি মতি মন বৃদ্ধি তার শুদ্ধ হ'য়ে উঠে;
দেবগণ সিদ্ধগণ সকলে বন্দনা গায়,
উন্থান-প্রাচীর লজ্মি' আর না বাহিরে যায়।

99

করম খণ্ড কী বাণী জোর।
তিখৈ হোর ন কোই হোর॥
তিখৈ যোধ মহাবল স্থর।
তিন মহিরাম রহিয়া ভরপুর॥
তিখৈ সীতো সীতা মহিমা মাহি।
তাঁকে রূপ ন কথনে জাহি॥

না উহি মরহি ন ঠাগে জাহি।
জিন কৈ রাম বগৈ মন মাহি॥
তিথৈ ভগত বসহি কে লোয়।
করহি আনন্দ সচ্চা মন সোহ॥
সচ্চ খণ্ড বগৈ নিরক্ষার।
কর কর বেথৈ নদরি নিহাল॥
তিথৈ খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ড।
জে কো কথৈ ত অন্ত ন অন্ত॥
তিথৈ লোয় লোয় আকার।
জিবঁ জিবঁ হুক্মু তিবৈ তিবাঁকার॥
বেথৈ বিগদৈ করি বিচার।
নানক, কথনা করড়া সার॥

সদ্-শুরু বাণী শুনি যুক্ত প্রেম ভরে,
যে জন আদেশে তাঁর করম আচরে;
অনায়াসে ছুটে যায় যত ভব-রোগ,
সার্থক তাহার সেই পূত কর্ম-যোগ।
সদ্-শুরু বাণী যার মানসে বিভাতে,
অন্ত কোন বাক্য তারে না পারে ভ্লা'তে
অন্ত সে কর্ম-ভূমি নাহিক তুলনা,
সে কর্মে বিনাশ করে বন্ধন-যাতনা;
মহাবলশালী যত কর্ম-বীরগণে,
সেথায় বসতি করে শ্রীরাম-চরণে;

खशकी।

যে মহা শক্তি সেথা বিরাজে সতত. স্বরূপ-মহিমা তাঁর নহে ত বিদিত; যেইজন জীরামের পেয়েছে ঠিকানা, অমর সে, কেহ নারে করিতে বঞ্চনা; অনস্ত ভকত সেথা বসতি করিয়া, সত্যের বিমলাননে র'য়েছে ডুবিয়া; সে মহা সত্যের ভূমি জ্ঞানের আলয়, ষে জেনেছে, মহানন্দে সে তথায় রয়। অনম্ভ ব্ৰহ্মাণ্ড-খণ্ড অখণ্ড-মণ্ডল, কে পারে গণনা করি বুঝিতে সকল ? অসংখ্য আকার, বহু মানব-সমাজ, যার প্রতি যে হুকুম, করে সেই কায। কঠিন বুঝিয়া লওয়া কি তাঁর আদেশ, ধীর স্থির জন মাত্র জানে সবিশেষ। রে নানক, হেন কর্ম্ম ছাড়িও না তুমি, আদেশ বহিয়া শিরে চল কর্মভূমি।

96

জত হাপরা, ধীরজ স্থনিয়ার;
অহরণ মতি, বেদ হতীয়ার।
ভউখলা অগনি তপ তাউ॥
ভভু ভাউ, অমৃত ভিত ঢাল।
ঘটিয়ে সব্দ সচ্চী টকসাল॥

জिन कछ नम्द्रि कद्रम छिन काद्र। नानक, नम्द्री नम्द्र निर्माण

সত্য-টাঁাকৃশালে বসি ধৈর্যা-স্বর্ণকার,
চিত্তরূপ ঘরে ল'রে বেদ-হাতিয়ার,
গুরুবাক্য-কর্মরূপ ভদ্তিকার চাপে,
ব্রহ্মজ্ঞান-অগ্নিরূপ তপস্থার তাপে,
অবিদ্যা ঢালাই করি পৌরুষ-হাপরে,
অমৃতের অলঙ্কার মন-স্থথ গড়ে।
ওই শুনা যায় তার অনিন্দিত-নাদ,
কুপা-বলে জানা যায় সে শুভ-সন্ধাদ।
বে চলে হুকুমে, নাহি বাছে কালাকাল,
রে নানক, সেই জানে কোথা টাঁাকৃশাল।

অন্ত শ্লোক।

পবন গুরু, পানি পিতা, মাতা ধরতী মহৎ।
দিবস রাতি ছই দাহী দাইয়া, খেলৈ সকল জগৎ
চংগিয়াইয়া বুরিয়াইয়া বাচে ধরম হদূর।
করমী আপো আপনি কেনেতৈ কে দূর॥
জিনী নাম ধিয়াইয়া গয়ে মসক্ত ঘাল।
নানক, তে মুখ উজলে কেতী ছুটি নাল॥

সমীরণ গুরু আর মহাসিন্ধু পিতা, মহতী এ বস্থন্ধরা সকলের মাতা।

যেরূপ দিবস-নিশি আসে আর যায়. সেরূপ অবিতা-বিতা খেলিছে ধরায়; এ হুই মন্থন করি, ধর্ম্মের উদ্ভব, অদ্বিতীয় সত্য তাঁর অমূল বৈভর। विना कि व्यविना-वर्ण य करत्र ययमन, মুক্ত কিম্বা বদ্ধ হয় সেজন তেমন। সার কর্ম মহা-বাক্য কর রে পালন, মোক্ষ লাভ হবে তোর ঘুচিবে বন্ধন। সত্য মিথ্যা একবার দেখরে বিচারি, নিশ্চয় পূরিবে আশা করম আচরি। নাম-জপ কর্মা যেবা করে অমুষ্ঠান, সত্য-বলে পায় সেই মুক্তির সন্ধান। রে নানক, হেন কর্মী প্রেম-ভক্তি-বলে, वस्कता-जननीत भीत्र्य छेजलः সমস্ত শরীর-মন অবনত করি, বারম্বার হেন ভক্তে আমি নমস্বারি।

সমাপ্ত।